গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৫১

তারিখঃ ১০/০৮/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৪.০০টা।

বিষয়ঃ <u>দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।</u>

<u>আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ ক্রমিক নম্বর ০৩ (তিন), তারিখঃ ১০.০৮.২০১৬ খ্রিঃ</u>

খুলনা অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমী নিম্নচাপটি সামান্য উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আজ দুপুর ১২ টায় যশোর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (অক্ষাংশ ২৩.২ক্ক উঃ এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৯.৩ক্ক পূর্ব) অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে এবং গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালার সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রবন্দর সমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমূদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

নিম্নচাপের প্রভাবে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিলস্না, ফরিদপুর, ঢাকা, মাদারীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলাসমূহের উপর দিয়ে ঘন্টায় ৫০-৬০ কিঃ মিঃ বা আরো অধিক বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৩-৪ ফুট অধিক উচ্চতার জোয়ারের পানিতে পস্নাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

<u>নদীবন্দর সমুহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ</u> (আজ সন্ধ্যা৬.০০টা পর্যন্ত):
রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী,কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ওকক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৬০-৮০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০২(দুই) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এছাড়া দেশের অন্যত্র দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বিধায় এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১(এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

<u>ভারী বর্ষণের সতর্কবাণীঃ</u> উপকূলীয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিম এলাকায় অবস্থানরত মৌসুমী নিম্মচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা সৃষ্টি হচ্ছে। গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আজ (০৯-০৮-২০১৬ ইং) রাত ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে চট্রগ্রাম, বরিশাল , খুলনা ও ঢাকা বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

পূর্বাভাসঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে, এছাড়া দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে ।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগ ওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চতাপমাত্রা	৩১.৬	৩২.২	২৯.৫	৩৩.৭	৩৩.৬	<u>৩৪.১</u>	৩১.৬	৩০.৪
সর্বনিম্নতাপমাত্রা	২৪.৪	২৬.৫	<u>২৩.৫</u>	২৫.৪	২৫.৪	২৫.০	২৪.৮	২৪.৯

*দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ৩৫.৪ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল টেকনাফ ২৩.৫ ডিগ্রী সে.।

০২। <u>নদ-নদীরপানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃবন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)</u>

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০১টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	১৮টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০২টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৬৯টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০৪ টি

নিম্নবর্ণিত ০৪ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	টাংগাইল	ধলেশ্বরী	এলাসিন	-১২	+২৯
০২	মানিকগঞ্জ	কালিগঙ্গা	তারাঘাট	-১৩	+৫
০৩	মাণিকগঞ্জ	ধলেশ্বরী	জাগির	-১০	+১৯
০৪	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-০৬	+৭

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

● ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা ও সুরমা নদ-নদী সমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

● আগামী ৪৮ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা এবং সুরমা নদ-নদী সমূহের পানি সমতলের হ্রাস অব্যাহত থাকতে পাওে অপরদিকে কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টায় হ্রাস পাওয়া শুরু হতে পারে।

● আগামী ২৪ ঘন্টায় গঙ্গা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।

● ঢাকার আশে পাশের বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা (নারায়ণগঞ্জ) প্রভতি নদীসমূহের পানি সমতল হাস পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতেপারে।

●আগামী ৭২ ঘন্টায় দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে|

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯.০টা থেকে আজ সকাল ৯.০টা)

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
টেকনাফ	২১৯.০	কক্সবাজার	৫৭.০
সাতক্ষীরা	৯৪.৫	বরগুনা	৫৫.০
নোয়াখালী	৯৩.৫	নারায়ণহাট	৪২.০

০৪। **সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ**

১) নীলফামারীঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ১৮৬৩ টি পরিবার সম্পূর্ণ, ২,৬৮৭টি পরিবার আংশিক, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ১৯,২০০ জন, ১৮৬৩ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৩৬৮৭টি ঘরবাড়ি আংশিক, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৭ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায়৪০৯.০০০ মেঃটন জিআর চাল ও ১২,৩০,০০০/- টাকা এবং ২৫০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ৩,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৪,০০০ খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়।

২) লালমনিরহাটঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচে। বন্যার পানি নেমে গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে জেলার হাতিবান্ধা,সদর, আদিতমারী,কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম উপজেলায় ২৬ টি ইউনিয়নে বন্যা দেখা দেয়। ফলে৪৯.৮৬০টি পরিবারএবং ২৪,৭৯৩ টি ঘরবাড়ি, ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানক্ষতিগ্রস্ত হয়।এছাড়া নদীভাংগনে ১১৫৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি বিলীন হয়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৬৯৬ মেঃটন জিআর চাল এবং২৬,৪৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ২৭৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৫০০০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৫০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়।

৩) রংপুরঃনদীর পানি ক্রমশঃ কমছে।জেলার নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজানের পানিতে রংপুর জেলার ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ৫৩টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩৪,২৯১ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া নদীভাংগনে কাউনিয়া উপজেলায় ১১টি, গংগাচরায় ৫৬টি, পীরগাছায় ৪২টিসহ মোট ১০৯টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১১৯.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৬,৬১,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং ৩৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়।

৪)গাইবান্ধাঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানিবিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহিত হচ্ছে। পানি ক্রমশঃ কমছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ৩৪টি ইউনিয়নের৫৫,২৬১ টি পরিবারের ২,৭৬,৩০৫ জন লোক বন্যায় আক্রান্ত হয়। **বন্যার কারণে জেলায় ০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে**।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে মৃত ০৮ জনের মধ্যে ০৫ জনের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২০,০০০/- টাকা করে মোট ১,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে এ পর্যন্ত জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১,০৯০ মেঃটন জি-আর চাল এবং৪৯,৬০,০০০ টাকা জি-আর ক্যাশ (মৃত ব্যক্তির পরিবারসহ)ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার, ১,০০,০০০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ১,০০,০০০ টি খাবার খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়।

৫) কুড়িগ্রামঃ জেলার সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।পানি ক্রমশঃ কমছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার ৯ টি উপজেলার ৫৭টি ইউনিয়ন৭২৮ টি গ্রামের ১,৭৬,৫২১ টি পরিবারের ৭,২২,২৩৯ জন লোক,১,৭৬,৫২১টি ঘরবাড়ী, ৭,১২৩ হেঃ জমির ফসল,ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা কাঁচা ৫৪৭কি.মি. ও পাকা ৬০ কি.মি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ২০, আংশিক ২৩১টি,৫৩ কি.মি বাঁধ ও ৩৯ টি ব্রীজ কালভার্টক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যার কারণে জেলায় ০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক১,২৯৭ মেঃটন জিআর চাল এবং৩৮,৮৫,০০০/- টাকা বিতরণের জন্যউপবরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়াও শুকনো খাবার ক্রয়ের জন্য মোট ৫,০০,০০০/- টাকা এবং ২০০০ প্যাকেট শুকনো খাবারবিতরণ করা হয়।

৬)বগুড়াঃ বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণওউজানথেকেনেমেআসাপানিতেজেলারসারিয়াকান্দি, সোনাতলাওধুনটউপজেলায় বন্যা দেখা দেয়। । বন্যায়ক্ষয়ক্ষতিনিম্নরূপঃক্ষতিগ্রস্তউপজেলা:৩টি, ক্ষতিগ্রস্তইউনিয়ন: ১৮টি, ক্ষতিগ্রস্তলোকসংখ্যা: ১,২১,০০০জন, ক্ষতিগ্রস্ত ফসল আংশিক ৭,২৬৫ হেক্টরএবংমোট৯৫টিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবন্যাকবলিতহয়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ থেকে ১০৫ মে.টন চাল, ৫০,০০০/-টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা দ্বারা ৭০০ বস্তা শুকনা খাবার ক্রয় করে চলমান বন্যা কবলিত জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দহতে জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণেরজন্যবিভিন্ন উপজেলারঅনুকূলে৩১৫ মে: টন জিআর চাল,৫,৬৫,০০০/- টাকাবিতরণ করা হয়। সারিয়াকান্দি উপজেলার বন্যার্তদের মাঝে বিতণের জন্য ৬৫ হাজার টাকা দ্বারা শুকনা খাবার ক্রয় করে বিতরণ করা হয়।

৭) সিরাজগঞ্জঃজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে,বর্তমানে যমুনা নদীর পানিবিপদসীমারনিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।পানি কমশঃ কমছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সদর, চৌহালী, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও কাজিপুর উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ৪৫৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১,২৭,৫৭৭টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৫,৫৩,৯৮১ জন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি- সম্পূর্ণ-৫,৩৩০টি, আংশিক- ৬০,৮২৯টি, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ-৬৯টি, আংশিক- ৪১৩টি, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ-১১২ কি.মি, আংশিক- ২১৫কি.মি, আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা -৬৮টি এবং আশ্রিত লোকের সংখ্যা- ১১,৮৬১টি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী ভাংগন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে জিআর সাহায্য হিসাবে ৭৯০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৭,৮৮,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং ১৯৪৯ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়।

৮) জামালপুরঃযমুনা নদীর পানি কমে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি ক্রমশঃ কমছে, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি উজানথেকেনেমেআসাপাহাড়ীঢলওঅব্যাহতবর্ষণেনদ-নদীরপানিবৃদ্ধিপেয়েজামালপুরজেলার৭টি উপজেলা (দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, বকসীগঞ্জ ও সদর)৬২টিইউনিয়ন ও ৭টি পৌরসভাবন্যার পানিতে প্লাবিতহয়।মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত একজন উর্ধতন কর্মকর্তাসহ জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা প্রতিদিন বন্যাপ্লাবিতএলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করেন।

ক্ষয়ক্ষতিঃবন্যায় জেলার ৭টি উপজেলার ৬২টি ইউনিয়ন৭টি পৌরসভা প্লাবিত হয়ে১,৭৮,৩৯৩টি পরিবারের ৮,৪৯,৪৫১ জন লোক,৩০১টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণও ৪,৩২৭টি ঘরবাড়ি এবং ৭,১৭৫ হেক্টর সম্পূর্ণ, ৩,২১২ হেক্টর জমির ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৩১৭ কি.মি. কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ, ১৫২২ কি.মি. আংশিক, পাকা রাস্তা সম্পূর্ণ- ১৭কি.মি. আংশিক- ১০০ কি.মি., ৬ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণ ও ৫৮.৯০ কিঃমিঃ আংশিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ০১টি, আংশিক- ৯১২টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **বন্যার কারণে জেলায় মোট ২৯ (উনত্রিশ) জনের মৃত্যু হয়।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে১,৩৫০মে.টন চাল ও ৫১,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ, ২৬৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার, ৩,০০০ শুকনা খাবার (ক্রয়) এবং আটার রুটি গুড়সহ ৫০ হাজার পিস বিতরণ করা হয়।

৯)সুনামগঞ্জঃ বর্তমানে জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের পানিতে সুনামগঞ্জ জেলার সাল্লা, দোয়ারাবাজার, ও ছাতক উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ২,৮০০ টি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বর্তমানে পানি নেমে গেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে১৬৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়।

১০)ফরিদপুরঃজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে, বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৬টি উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৯,৫৪৬ পরিবারের ৯৭,৭৩০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**বন্যার পানিতে ডুবে ০২ জন লোকের মৃত্যু হয়।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৯৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৬,১০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়।

১১)রাজবাড়ীঃজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমার ফলে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। সম্প্রতি পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৪টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ১৬,৮৫৪টি পরিবারের ৮৪,২৭০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সদর উপজেলা বরাট ইউনিয়নের ১টি স্কুল ভাংগনের মুখে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৬৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১১,৭৫,০০০/-টাকা বিতরন করা হয়েছে।

১২) মানিকগঞ্জঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে জেলার নদ-নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্য পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার হরিরামপুর, শিবালয়, দৌলতপুর, ঘিওর, সাটুরিয়া, সিংগাইর ও সদর উপজেলার ৪৩টি ইউনিয়নের ৪৭,৭৫৬টি পরিবারের ২,৩৮,৭৮০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নদীভাংগনে ৯৪৮টি পরিবার গৃহহীন হয়ে পরে। জলমগ্ন মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-২৯৭টি। নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে যেখানে ৪৬৩ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। **পানিতে ডুবে এবং সাপের কামড়ে মোট ০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে৩৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩২,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়।

১৩)**কুষ্টিয়াঃ**জেলা ত্রাণ ও পুনবর্অসন কর্মকর্তা জানান, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার খোকসা উপজেলার পৌরসভার ৪টি ওয়ার্ডের ৩১৬টি পরিবার, কুমারখালী উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ৩৭৫টি পরিবার এবং ভেড়ামারা উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৩টি গ্রামের ৩০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১০কি.মি কাঁচা রাস্তা এবং ৩০০ একর ফসলি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে পরিস্তিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে২৯.০০০মে: টন জিআর চাল বিতরণ করা হয়।

১৪) টাংগাইলঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে যমুনা নদীর পানি ক্রমশঃ কমছে এবং বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির দিকে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯টি উপজেলার ৭৭টি ইউনিয়নের৭০,২০৭টি পরিবারের ৩,৫১,০৩৫ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসল-২৬,৫৩০ হেক্টর, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ৭২ কি.মি. পাকা, ব্রীজ-৬টি। **বন্যার কারণে পানিতে ডুবে ০৩ জনের মৃত্য হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৩৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২৮,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৫) ঢাকাঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে পানি কমছে, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি জেলার দোহার উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাংগনে এ পর্যন্ত নয়াবাড়ি, নারিশা, সুতারপাড়া, মুকসুদপুর ও বিলাসপুর ইউনিয়নের ৮৫৬টি পরিবারের ঘরের ভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার কুসুমহাটি, মাহমুদপুর, রাইপাড়া, নারিশা, বিলাসপুর, মুকসুদপুর, সুতারপাড়া ও নয়াবাড়ি ইউনিয়নের মোট ৫২২৩টি পরিবার পানি বন্দি অবস্থায় জীপন যাপন করছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৭০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৫০,০০০/- টাকা এবং ৭১২ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়।

১৬। শরীয়তপুরঃ উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ৫,৫০০টি পরিবারের ২৭,৫০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নদীভাংগনও অব্যাহত আছে। বর্তমানে পানি কমছে, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১৮১.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১৭। মুন্সীগঞ্জঃ বর্তমানে নদীর পানি বিপদসীমারনীচ দিয়া প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমার ফলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। সম্প্রতি উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৫,৭৫৫টি পরিবারের ২৮,৭৭৫ জন লোকের ৯,৫৬৫টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১৫০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১৮। মাদারীপুরঃ উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলার ৩৮টি ইউনিয়নের ৯,২৭২টি পরিবারের ৪৬,৩৬০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী জমির পরিমাণ ১১,০৭৩ একর। কালকিনি ও সদর উপজেলায় নদীভাংগন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি কমছে তবে বিপদসীমার সামান্য উপরে আছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৬০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯। চাঁদপুরঃ জোয়রের পানিতে সদর ও হাইমচর উপজেলার চরাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং ভাটার সময় পানি নেমে গেছে। এছাড়া জেলার সদর ও হাইমচর উপজেলায় নদীভাংগনে ১৮৪টি পরিবারের ঘরবাড়িও ৩০টি দোকান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৮.০০০ মে: টন জিআর চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ বন্যার কারণে গাইবান্ধা জেলায় ০৮ জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ০৭ জন, জামালপুর জেলায় ২৯ জন, মাণিকগঞ্জ ০৫ জন, টাংগাইল ০৩ জন এবং ফরিদপুর জেলায় ০২ জনসহ মোট ৫৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

৫। বন্যা কবলিত জেলা সমূহে জিআর চাল, জিআর ক্যাশ বরাদ্দ ও মজুদ এবং শুকনো খাবার বরাদ্দ ও মজুদ বিবরণঃ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

. 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' থেকে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় প্লাবিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকীর জন্য বন্যা উপদ্রুতবিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদার ভিত্তিতে মন্ত্রী মহোদয়জি-আর চাল, ক্যাশসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে বরাদ্দ করেন এবং সে অনুযায়ী সচিব মহোদয়ের নির্দেশে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত নিয়মিত বরাদ্দাদেশ জারী করা হয়।

. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এবং যুগ্মসচিব পর্যায়ের ১৬ জন কর্মকর্তাবন্যা উপদ্রুত বিভিন্ন জেলায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকীর জন্য বন্যাক্রান্ত জেলাগুলোতে অবস্থান করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর জেলার পরিস্থিতি মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন।

৬। অগ্নিকান্ডঃ

নারায়নগঞ্জঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ ১০.০৮.২০১৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬-১০ টায় জেলার ডিআইটি মার্কেটের 'টোকিও প্লাজার' ১১ তলা ভবনের ২য় তলায় আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৫টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে এখনও পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৭-১৫) আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সর্বশেষ খবরে জানা যায় আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণের পর প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি ও আগুন লাগার কারণ জানা যাবে বলে তিনি জানান।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC** (জাতীয়দুর্যোগসাড়াদানসমন্বয়কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭**X**২৪) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**রনিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ**NDRCC'**রটেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি)৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরসিসি)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email:ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(মো: আমিনুলইসলাম)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগব্যবস্থাপনাওত্রাণমন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগব্যবস্থাপনাওত্রাণমন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধানতথ্যকর্মকর্তা,পিআইডি,বাংলাদেশসচিবালয়,ঢাকা।ইলেক্ট্রোনিকওপ্রিন্টমিডিয়াতেপ্রচারেরজন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।